প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **খুলনা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৭ টি (জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**মসজিদকুঁড় (বুড়া খাঁ) মসজিদ**		**কয়রা** মসজিদকুঁড়	২২°২৮'৪৩.৯" উ. ৮৯°১৭'০৭.৯" পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর.৩৪৭১ ১৭ জুলাই১৯১২	কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদকুঁড় (বুড়া খাঁ) মসজিদটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। খান জাহানী স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মসজিদটির সাথে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত খান-ই-জাহানের ঘনিষ্ঠ সহচর বুড়াখাঁ ও তদিয় পুত্র ফতে খাঁ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত বলে স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে ।
২.	**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ী**		**ফুলতলা** দক্ষিণডিহি	২২°৫৯'২৩.০" উ. ৮৯°২৭'৩৪.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ির দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। ভবনটিতে নিওক্লাসিক শিল্প শৈলীর প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি নিদর্শন নিয়ে বর্তমানে ভবনটি জাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
৩.	**হযরত খানজাহান আলী (রহঃ) (পয়গ্রাম কসবা) জামে মসজিদ**		**ফুলতলা** পায়গ্রাম	২৩°০০'২৭.৫" উ. ৮৯°২৬'৫৩.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ আগস্ট, ২০১৬	হযরত খান-ই-জাহান (র.) কসবা মসজিদ খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলাধীন পায়গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত মসজিদটি সুলতানি স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। নির্মাণ শৈলী ও নির্মাণ উপকরণ পর্যালোচনা করে মসজিদটি খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত এ স্থাপত্যিক কাঠামোটি সুরক্ষার স্বার্থে বর্তমানে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।
৪.	**স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বাড়ি**		**পাইকগাছা** রাড়ুলী	২২°৩৭'৩৯.৪" উ. ৮৯°১৫'৫০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ নভেম্বর, ১৯৯৬	বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পিতা হরিশ চন্দ্র রায় আনুমানিক ১৮৫০ সালে এ বাড়িটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বাড়ীটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি সুন্দর মহল অপরটি অন্দর মহল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের লেখা আত্মচরিত হতে জানা যায় সদর মহলটি পুরষদের বসবাসের জন্য এবং অন্দর মহলটি মহিলাদের বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়। সদর মহলটি চারটি ভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশে মন্দির (পূজামন্ডপ) হিসাবে ব্যবহার করা হত। মন্দিরটিতে সর্বমোট ০৮টি মালটিফয়েল খিলান রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটা**		**রূপসা** পিঠাভোগ	২২°৪৮'৩৫.৫" উ. ৮৯°৩৮'৫৭.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ এপ্রিল, ২০১৫	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটায় ২০১০ ও ২০১১ সালে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত এ স্থাপত্যিক কাঠামোটি সুরক্ষার স্বার্থে বর্তমানে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।
৬.	**কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট**		**দিঘলিয়া** সেনহাটী	২২°৫২'১৬.৪" উ. ৮৯°৩২'৩০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ মে, ২০১৮	সেনহাটী গ্রামে রয়েছে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পৈতৃক বসতভিটা। কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।
৭.	**কালি মন্দরের ধ্বংসাবশেষের ঢিবি**		**দিঘলিয়া** সেনহাটী	২২°৫২'১৭.৪" উ. ৮৯°৩২'৩০.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ মে, ২০১৮	কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইনস্টিটিউট থেকে প্রায় ১০ মিটার উত্তর দিকে একটি উচুঁ ঢিবি রয়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১ মিটার উঁচু এ ঢিবিটিতে স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এ ঢিবিটির উপরে আধুনিক নির্মিত একটি কালী মন্দির রয়েছে।